# স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি পুরনো নীতিমালায়

এম এইচ রবিন ●

বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি গঠনের নীতিমালায় আবারও পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে প্রণীত নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করে আগের নিয়মে ফিরে যাওয়ার আলোচনা শুরু হয়েছে। এমনটি হলে কমিটির সভাপতির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সংশ্লিষ্ট মহলের আশঙ্কা, এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে আবারও স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিতে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সভাকক্ষে গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা বিভাগ ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তারা অংশ নেন। সভা সূত্রে জানা গেছে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কাঠামো নির্ধারণে প্রণীত 'গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা-২০২৪' পুনর্বিবেচনা করে আগের নীতিমালার কিছু ধারা পুনর্বহালের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

**সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের আলোচনা :** আলোচিত প্রস্তাব অনুযায়ী, ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির সভাপতি হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা শিথিল করা হতে পারে। ফলে সভাপতির জন্য ন্যূনতম স্নাতক পাসের শর্ত বাতিল হয়ে আগের নিয়মের মতো শিক্ষাগত যোগ্যতা বাধ্যতামূলক নাও থাকতে পারে। মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, প্রবিধানমালা সংশোধনের মাধ্যমে সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত শিথিল করার বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে। তিনি বলেন, আগে যে নিয়ম ছিল সেটিই আবার কার্যকর করার কথা ভাবা হচ্ছে। এতে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি, দাতা সদস্য বা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা সভাপতির দায়িত্ব নিতে পারবেন।

তবে সমালোচকদের মতে, বাস্তবে এসব পদে প্রায়ই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রাধান্য দেখা যায়। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কাঠামো দলীয় প্রভাবের বাইরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

**রাজনৈতিক প্রভাব ফেরার আশঙ্কা :** সভায় উপস্থিত আরেক কর্মকর্তা জানান, ম্যানেজিং কমিটিতে দাতা সদস্য ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এসব পদে অনেক সময় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা বা তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই প্রভাব বিস্তার করেন। তার মতে, নীতিমালায় সরাসরি

## সংস্কার কমিশনের সুপারিশ উপেক্ষা

- প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মন্ত্রণালয়
- সভাপতির জন্য থাকছে না শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা
- রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ফেরানোর পথ খুলে দেওয়ার অভিযোগ
- শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে সভাপতি বাছাইয়ের নতুন প্রক্রিয়া
- শিক্ষাবিদদের প্রশ্ন : রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হবে নাকি নতুন সংকট তৈরি হবে

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মনে করছেন, এ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব কিছুটা কমতে পারে। তবে অনেকের মতে, বাস্তবে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই এ তালিকায় স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ড. মনজুর আহমেদ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ হলেও শুধু সরকারি কর্মকর্তাদের দিয়ে কমিটি গঠন করাও দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর সমাধান নয়। সরকারি কর্মকর্তারাও সবসময় নিরপেক্ষ থাকবেন– এমন নিশ্চয়তা নেই। আবার পুরো নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের হাতে দিলে প্রতিষ্ঠান দলীয় প্রভাবের ঝুঁকিতে পড়ে। তাই স্থানীয় শিক্ষিত ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি প্রবিধানমালা সংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। তবে এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সংশ্লিষ্ট একটি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, নীতিমালার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় কয়েক দিনের মধ্যে এ বিষয়ে নির্দেশনা দিতে পারে।

রাজনৈতিক ব্যক্তদের উল্লেখ না থাকলেও বাস্তবে তাদের জন্য পথ তৈরি হয়ে যায়।

**শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচন:** নতুন আলোচনায় সভাপতির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংসদ সদস্যদের সরাসরি কোনো ভূমিকা থাকবে না বলেও প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবং বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে তিনজন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো হবে। পরে ওই তালিকা থেকে একজনকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড।

অন্তবর্তী সরকারের জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিতে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা কমানোর সুপারিশ করেছিল। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটি গঠনের একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। সে সময় শিক্ষক, কর্মচারী ও অভিভাবকদের একটি অংশ এ উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখেছিলেন। তবে রাজনৈতিক বিতর্ক, আদালতে রিট এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে নীতিমালাটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।